কোটচাঁদপুরের রমজান আলী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

শিক্ষককের রোষানলে পড়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, রমজান আলী (১৩)।

এমন অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পিতা আলী হোসেন। এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জানা যায়, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। বিদ্যালয়ের পাশেই বাড়ি আলী হোসেনের।

ওনার দুই ছেলে। নুরনবী ও রমজান আলী। রমজান আলীর বয়স এখন ১৩ বছর। এ সময় তাঁর ৬ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার কথা থাকলেও গন্ডি পেরুতে পারেনি প্রাইমারীর। এখন সে ভবঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান। আর পিতার কাজের সহায়তা করে সময় পার করেন। এ ব্যাপারে রমজান আলীর পিতা আলী হোসেন বলেন, আমার বাড়ি বিদ্যালয়ের সামনেই। বিদ্যালয়টি যে সময় প্রতিষ্ঠিত সে সময় আমরা অনেক সহায়তা করেছি। সেই বিদ্যালয়ে এখন আমার ছেলে পড়াতে পারছিনা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিমের রোষানলে পড়ে আমার ছেলের জীবন আজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছেলে একদিন বিদ্যালয়ে একটু দুষ্টুমি করেছিল। এরপর ওই শিক্ষক বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। সে থেকে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ আমার ছেলে রমজানের। এরপরও ২/৩ বার আমার স্ত্রী ও আমি ছেলেকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়ার কথা বলেছি। তারপরও তিনি ভর্তি নেননি।

তিনি আরো বলেন, যে সময় তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ার কথা। এখন সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে সারাদিন ভব ঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান আর কোন সময় আমার কাছের সহায়তা করেন। ওই শিক্ষকের রোষানলে পড়ে আজ আমার ছেলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি শিক্ষকের অপসারণ দাবী করছি। একই অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের পাশের আরেক অভিভাবক ওয়াজ উদ্দিন। সে রিয়াজ হোসেনের পিতা। তিনি বলেন,আমার ছেলেকেও ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ে ভর্তি নেননি। আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পারেনি ভর্তি করাতে। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন গণমাধ্যম কর্মীদের উপর।বলেন,আপনারাই বলেন বাড়ির সামনে বিদ্যালয় থাকতে কেউ

ছেলে মাদ্রাসায় ছেলে মেয়ে কে ভর্তি করান। আমাকে সেটাই করতে হয়েছে। আর তা করতে হয়েছে প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের কারনে।

তিনি আরো বলেন, তিনি স্থানীয় শিক্ষক হওয়ায় বিদ্যালয়ে দাপট দেখান। ওনার খেয়াল খুশি মত করে বিদ্যালয় চালান। তিনি ওই শিক্ষকের অপসারণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তবে এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, এ সব মিথ্যা কথা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করছেন বলেও দাবি করেছেন ওই শিক্ষক। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন,অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে মাদ্রায় চলে যাচ্ছেন। আবার অনেকে ফিরে আসছেন। এর জন্য কাকে দোষারোপ করবো। এরপরও বিষয়টি নিয়ে

কোটচাঁদপুরে চুরির অভিযোগ এনে ছাত্রদের মারপিট

চুরির অভিযোগে এনে ছাত্রদের মারপিট করেছেন কোটচাঁদপুরের কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিমের বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার ওই অভিযোগে তদন্তে যান সংশ্লিষ্টরা। তদন্তে সত্যতা পাওয়ায় ওই শিক্ষককে শোকজের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম।

ভুক্তভোগী আমিনুর রহমান বলেন, গত বুধবার সকালে বিদ্যালয়ে যাবার পর স্যার আমাকে ডেকে ওনার রুমে নিয়ে যান। এরপর জিজ্ঞাসা করেন গ্রীল চুরির কথা। আমি স্যারকে বলি আমি চুরি করিনি। কে করেছেন তাও জানিনা। এরপর স্যার আমাকে ও ইয়ামিনকে হাতের স্কেল দিয়ে মারতে থাকে। এ সময় আমাদের মার দেখে পালিয়ে যান সোহাগ হোসেন।

এ ব্যাপারে সোহাগ হোসেন বলেন, ৫০ কেজি ওজনের গ্রীল কি আমরা তিন জন নিতে পারি। স্যার আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। ওই ছাত্র বলেন,স্যার যখন আমিনুর ও ইয়ামিনকে মারছিল, আমি তখন ভয়ে

পালিয়ে যায়।

ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র আমিনুর রহমানের পিতা আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি ওই সময় বাড়িতে কাজ করছিলাম। বিদ্যালয় থেকে খবর পেলাম প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম আমার ছেলে মারধার করছেন। এ সময় আমি বিদ্যালয়ে ছুটে যায়। ওই শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করি ছেলেকে মারার কারন। এতে করে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকেও গলা ধরে ধাক্কা দেন। গালি দেন খারাপ ভাষায়।

এরপর জানতে পারি ওই শিক্ষক আমার ছেলেকে চুরির অভিযোগে মারধর করেছেন। পরে বিষয়টি আমি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছি।

ওই অভিযোগের পেক্ষিতে ওনারা আজ বিদ্যালয়ে এসে অভিভাবকদের ডেকে সভা করেন। এরপর উভয় পক্ষের কাছে শুনে স্যারকে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন।

কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক(ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম বলেন,কারা চুরি করেছে, সেটা আমি দেখিনি। তবে শুনেছি তারাই ছাদে উঠেছিল।

তিনি বলেন, আমি তাদের মেরেছি, তবে ওভাবে মারিনি। তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। তবে তাদের মারাটা আমার ঠিক হয়নি। আমি ওই সমস্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন, ওই শিক্ষক ছাত্রদের মারপিট করেছেন। তবে অভিভাবকরা যেমন ভাবে বলছেন, তেমন ভাবে মারেনি জানান ওই প্রধান শিক্ষক ।

তিনি বলেন, অভিভাবকদের অভিযোগের পেক্ষিতে তদন্তে গিয়েছিলাম কাগমারি স্কুলে। ওই ছাত্রকে মারার ঘটনায় শিক্ষকে শোকজ নোটিশ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুরে নিয়োগ বঞ্চিতদের মানববন্ধন

নিয়োগ বোর্ড বাতিল ও টাকা ফেরতের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থী ও তাদের স্বজনরা। রবিবার (৩০ জুন) তারিখ সকালে কোটচাঁদপুরের কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে সড়কে এ মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন,নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থীর পিতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান,কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ইসরাফিল হোসেন,লিটন হোসেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থী ও তাদের স্বজনরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থী শিহাব হোসেন,সেলিম রেজা ও রোকন হোসেন, তারা বলেন,চাকুরী দেবার কথা বলে কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুর রশিদ আমাদের কাছ থেকে ৮/১০ লাখ টাকা করে নেন। পরে অন্য প্রার্থীরা আমাদের থেকে বেশি টাকা দেওয়ায় তাদের চাকুরী দিয়েছেন।

তারা অভিযোগ করে বলেন,যারা নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে নিয়োগ পাবেন,তারা আগের রাতে কমিটির সভাপতির কাছ থেকে প্রশ্নপত্র হাতে পান। পরে ওই প্রার্থীরা সারারাত পড়ে বোর্ডে ভাল পরিক্ষা দিয়েছেন। তারা আরো বলেন, বোর্ডের কর্মকর্তারা এখানে এসে কোন প্রশ্ন করেননি। কমিটির দেয়া প্রশ্নেই তারা পরিক্ষা নিয়েছেন। তা না হলে আগের রাতে কমিটির পছন্দের প্রার্থীরা কিভাবে প্রশ্নপত্র হাতে পান,এমন দাবি তাদের। তারা অবিলম্বে এ নিয়োগ বোর্ড বাতিল ও তাদের টাকা ফেরতেও দাবি করেছেন।

ওই কমিটির সদস্য ইসরাফিল হোসেন,লিটন হোসেন বলেন,নিয়োগ দেয়ার জন্য অনেকের কাছ থেকে সভাপতি টাকা নিয়েছেন আমরা জানি। তবে এখন কেন তাদের টাকা কেন ফেরত দিচ্ছেন না, তা আমাদের জানা নাই।

ওই দুই সদস্য বলেন, এছাড়া আমরা চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নানের ছেলে টাকা ও শিহাবের টাকা হাতে করে তাকে দিয়ে ছিলাম।
নিয়োগ বঞ্চিতদের স্বজন আছিয়া বেগম বলেন, আমার নাতিনের চাকুরির জন্য,কিস্তি তুলে,মানুষের কাছ থেকে চেয়ে এনে সভাপতির হাতে টাকা দিয়ে ছিলাম। তিনি অন্য প্রার্থীর কাছ থেকে আরো বেশি টাকা নিয়ে

তাকে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি হয় টাকা চান,না হলে তাঁর নাতিনের চাকুরির দাবি করেছেন মানববন্ধন থেকে।

কুশনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান বলেন,আমার ছেলে সহ ১০ জনের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুর রশিদ কোটি টাকা নিয়োগ বানিজ্য করেছেন। তিনি নিয়োগ বোর্ড বাতিল ও টাকা ফেরতের দাবি করছেন। অন্যথায় তিনি নিয়োগ বঞ্চিতদের নিয়ে আরো কঠিন কর্মসুচী দিবেন বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন।

রবিবার সকালে কোটচাঁদপুরের কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ঘন্টা ব্যাপী চলে মানববন্ধন। এ মানববন্ধনে উপরোক্ত দাবি জানান তারা।

জানা যায়,কোটচাঁদপুরের কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ টি পদে নিয়োগ পরিক্ষা ছিল শুক্রবার (২৮-০৬-২৪) তারিখে। যার মধ্যে ছিল অফিস সহকারি, অফিস সহায়ক,নৈশ্য প্রহরী,পরিছন্ন কর্মী,আয়া। এ সব পদে চাকুরীর জন্য ৭৭ জন আবেদন করেন। তবে পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করেন ৪৩ জন।

পরিক্ষা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হলেও ফল ঘোষণার পর দফায় দফায় চলে নিয়োগ বঞ্চিতদের হামলা ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি ও কৃষক লীগ নেতা আব্দুর রশিদ ও শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া বিপ্লবের উপর। বিষয়টি নিয়ে ওইদিন দিবাগত রাতে উভয় পক্ষ কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেন বলে জানিয়েছেন থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন।

এ ব্যাপারে কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুর রশিদ বলেন, বিদ্যালয়ের সভাপতি ও কৃষকলীগ নেতা আব্দুর রশিদ বলেন, নিয়োগ স্বচ্চ হয়েছে। আমি কারোর কাছ থেকে কোন টাকা নেয়নি। পরিক্ষায় যারা ভাল করেছেন,তারা চাকুরী পেয়েছেন।

তবে আপনার উপর হামলা কেন,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,যারা নিয়োগ পাননি তারা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এবং হামলাও চালিয়েছেন। তিনি আরো বলেন,আমি কারোর কাছ থেকে কোন টাকাই নেয়নি। তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

কোটচাঁদপুরে ট্রেন লাইন থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেন লাইন থেকে অজ্ঞাত (৩০) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বলুহর গ্রামের মাঠ এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, কোটচাঁদপুর স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটার বলুহর গ্রামের বটতলা মাঠ এলাকার ৯৯/৮ এর ১০০/০ নং পিলারের কাছে অজ্ঞাত এক যুবকের খন্ড বিখন্ড লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, ভোর রাতে ট্রেনে কাটা করে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছে। তবে তার নাম ও ঠিকানা জানা যায়নি। যশোর জি আরপি পুলিশ এলে লাশ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কোটচাঁদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নি*হ*ত ১

ঝিনাইদহের মহেশপুরের বারমাসিয়া মোড়ে মঙ্গলবার বিকেল ৩ টার সময় মটরসাইকেল আর যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনায় মশিয়ার রহমান নামের এক কীটনাশক কোম্পানির প্রতিনিধি মারা গেছে।

মৃত মশিয়ার রহমানের মামাত ভাই পান্না বলেন,কালিগঞ্জের নলডাঙ্গার দুতরাজপুর গ্রামে বাড়ি মশিয়ার রহমানের (৩৫)। সে ওই গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে। মশিয়ার কোটচাঁদপুর জীবননগর এলাকা এসআই এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কীটনাশক কোম্পানিতে চাকুরী করতেন।

সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে জীবননগর গিয়ে ছিল। ওই সময় সে মার্কেট শেষে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে মহেশপুরের বারমাসিয়া নামক স্থানে

পৌছালে শাপলা পরিবহনের যাত্রী বাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে করে সে গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। তবে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। মশিয়ার রহমান দুই সন্তানের জনক।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক সুমন ঘোষ বলেন,ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসেন। আমরা চিকিৎসা দেয়ার সময় হয়নি।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাঈদ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি ঘটেছে মহেশপুরের ভিতর। তারা বাসটি উদ্ধার করেছেন,কিনা জানিনা। তবে মৃত দেহের সুরতহাল করবো আমরা। ওই ঘটনায় মামলা হবে কিনা জানিনা।

কোটচাঁদপুর ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বই বিক্রির অভিযোগ

সরকারি পুরাতন বই ভাংড়ীর দোকানে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এভাবে বই বিক্রি করতে পারেন না, বললেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার। মঙ্গলবার (৪ জুন) সকালে ভাংড়ী দোকানির কাছে বইগুলো বিক্রি করেন তিনি।
সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহের চন্ডিপুর বাজারের আলিমের ভাংড়ির দোকানে সরকারি পুরাতন বই বিক্রি করা হয়েছে। এমন অভিযোগ উঠেছে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন আহম্মদের বিরুদ্ধে। তিনি এ বই বিক্রির কথা স্বীকার করে বলেন, বছর শেষে ছাত্র / ছাত্রীদের কাছ থেকে যে বই নেয়া হয়। সেই বইগুলো বিক্রি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরে রেজুলেশন করে নিবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন বলেন,বই বিক্রির ঘটনাটি স্কুলে রেজুলেশন করা আছে। ঘটনাটি সাংবাদিকদের পেপারে ছাপিয়ে দিতে বলেন।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার বলেন,বিদ্যালয়ের কোন কিছু বিক্রি করতে হলে আমাদের অনুমতি নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাকে তারা কিছু জানাননি। আর এভাবে কতৃপক্ষ বই বিক্রি করতে পারেন না।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,এটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। আপনারা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন।ওনি বিস্তারিত বলতে পারবেন। আর আমি শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলছি বলে জানান।

কোটচাঁদপুরে দুই শ্রমিকের মৃ*ত্যু

পৃথক দুইটি ঘটনায় কোটচাঁদপুরে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে আতিয়ার রহমান(৪৫) মারা গেছেন গাছ চাপা পড়ে। আর মজনুর রহমান(৫৫) মারা গেছেন সিমেন্টের বস্ত্রা চাপা পড়ে। আজ শুক্রবার এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের রথখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারের গাছ কাটা কাজ করছিলেন,আতিয়ার রহমান সহ কয়েক জন শ্রমিক। তারা কয়েকদিন ধরে ওই বিদ্যালয়ের গাছ কাটার কাজ করছিলেন। আজ শুক্রবার তারা একটি মেহগনি গাছ কাটার সময় ঘটে এ ঘটনা।

বিষয়টি নিয়ে সহকর্মী রতন মন্ডল বলেন,কয়েকদিন যাবৎ এক ঠিকাদারের টেন্ডারে পাওয়া গাছ কাট ছিলাম, মেহগনি গাছটি কাটার শেষের দিকে কিছু বুঝে উঠার আগেই ভেঙ্গে তাঁর কোমরের উপর পড়ে। এ সময় উদ্ধার করে তাঁকে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নেয়া হয়।

চিকিৎসক তাকে দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে তাকে স্বজনরা যশোর নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যেই মারা যায় আতিয়ার রহমান। সে কোটচাঁদপুরের রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আব্দুল খালেক মন্ডলের ছেলে। পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ ছেলে

মেয়ের জনক।

অন্যদিকে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুরের কবর স্থান পাড়ার মজনুর রহমান মারা গেছেন সিমেন্টের বস্ত্রা চাপা পড়ে। তিনি ওই গ্রামের মৃত ইনসুর আলী বিশ্বাসের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে তাঁর সহকর্মী বলুহর গ্রামের আশাদুল ইসলাম বলেন,বহিরগাছি গ্রামের পুটকে মন্ডলেন বাড়িতে নির্মানধীন ভবনের কাজ করছিলেন। এ সময় মজনুর রহমান একটি সিমেন্টের বস্ত্রা মাথায় করে ছাদে উঠছিলেন। হঠাৎ করে সে পা সিলিপ করে নিচে পড়ে যান। এ সময় স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে দেখে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আশরাফুল ইসলাম বলেন,দূর্ঘটনায় আহত হয়ে দুই জন কোটচাঁদপুর হাসপাতালে আসেন। এদের মধ্যে মজনুর রহমানকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। আর আতিয়ার রহমানকে আহত অবস্থায় পেয়েছিলাম। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার বলেন, দুইটি ঘটনায় মৌখিক ভাবে জেনেছি। এখনও পর্যন্ত কোন পক্ষের কেউ কোন জিডি বা অভিযোগ করেনি।

কোটচাঁদপুরে নিয়োগ পরিক্ষার আগেই নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ

নিয়োগ পরিক্ষার আগেই নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে কোটচাঁদপুরের মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী সৌরভ ইসলাম। পরিক্ষায় যে প্রথম হবে,তাকে চাকুরী দেয়া হবে বললেন সভাপতি।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে শূন্য ও সৃষ্ট পদে কয়েক জন বল নিয়োগ দেয়া হবে। এ জন্য গেল ৭ মার্চ দৈনিক নবচিত্র সহ ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে প্রধান শিক্ষক, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর,অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী,পরিছন্নতা কর্মী। এ সব পদের জন্য ৫২ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন।

যার মধ্যে রয়েছে সৌরভ ইসলাম। তিনি এলাঙ্গী গাজী পাড়ার বাসিন্দা। তিনি আবেদন করেছেন নিরাপত্তা কর্মীর পদে। তিনি বলেন,মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমার গ্রামের প্রতিষ্ঠান। এ জন্য পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল নিয়োগ পরিক্ষার মাধ্যমে হবে। পরিক্ষা ভাল হলে,তাঁর চাতুরী হবে। এখন দেখি চাকুরী হবে টাকার বিনিময়ে। বিষয়টি জানার পর আমি হতাশ হয়েছি। এখানে নিয়োগের আগেই নিয়োগ বানিজ্য হচ্ছে।

তিনি বলেন, যার বেশ কয়েকটি প্রমানও রয়েছে আমার কাছে। এ কারনে নিয়োগ ফ্রি ও ফেয়ার করার দাবীতে ও অর্থ বানিজ্য রুখতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছি। তিনি এ নিয়োগ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন বলেন,৫ টি পদে নিয়োগ আছে। যার মধ্যে প্রধান শিক্ষক, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর,অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী,পরিছন্নতা কর্মী। এ সব পদের জন্য ৫২ জনকে ইন্টারভিউ কার্ড দেয়া হয়েছে।

এ নিয়োগে কোন টাকার লেনদেন হচ্ছে না। টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নাই। পরিক্ষায় প্রথম হলে তাকেই চাকুরী দেয়া হবে দাবী প্রধান শিক্ষকের। নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ মিথ্যা বানোয়াট।

একই কথা বললেন,মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জিহাদ খান। তিনি বলেন,নিয়োগ পরিক্ষায় যে প্রথম হবে,তাকেই নিয়োগ দেয়া হবে। টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়ার কোন সুযোগ নাই।

তিনি বলেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মূলক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,আবেদন করেছেন কিনা আমার জানা নাই। আমি জেলার মিটিংয়ে আছি।

কোটচাঁদপুরে ঢাকাগামী ট্রেন সেবা চালু রাখার দাবীতে মানববন্ধন

কোটচাঁদপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী ট্রেন সেবা চালু রাখার দাবীতে মানববন্ধন করেছে কোটচাঁদপুর ঢাকা সরাসরি রেল সংযোগ রক্ষা কমিটি। আজ শুক্রবার স্থানীয় রেলস্টেশনের সামনে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়,আগামী জুলাই মাস থেকে সুন্দরবন-বেনাপোল ও চিত্রা এক্সপ্রেস ঢাকা পদ্মা সেতু নড়াইল গোপালগঞ্জ রুপদিয়া যশোর নতুন রুটে চলাচল করবেন। এ সব ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে যশোরের রূপদিয়া ষ্টেশন থেকে।

এতে করে ঝিনাইদহ এবং চুয়াডাঙ্গার কোন ষ্টেশন ঢাকাগামী এ সব ট্রেন সেবা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। এ ট্রেন সেবা চালু রাখার দাবীতে শুক্রবার কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের সামনে এক মানববন্ধন করেছেন,কোটচাঁদপুর ঢাকা সরাসরি রেল সংযোগ রক্ষা কমিটি।

মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান (সেলিম),পৌরসভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন,কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল,ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহিন, শিক্ষক আমিরুল ইসলাম,মনিরুজ্জামান শান্তি। আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা সময় এ মানববন্ধন শুরু হয়। যা চলে ঘন্টাব্যাপী।

কোটচাঁদপুরের গরসূতি গ্রামে সাধারণ কৃষকদের মানববন্ধন

কোটচাঁদপুরের গরসূতি গ্রামের সাধারণ কৃষকরা এক প্রতিবাদ সভা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ মে) দুপুরে ওই গ্রামের চাষিরা এ সভা করেন।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল ১৯ মে কোটচাঁদপুর গোরসূতি গ্রামের গুটি কয়েক কৃষকরা গভীর নলকুপের ম্যানেজারের অনিয়ম তুলে ধরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন।

এর প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই গ্রামের মাঠে প্রতিবাদ সভা করেছেন সাধারন চাষিরা। যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সানোয়ার হোসেন, বারেক আলী, হোসেন আলী, সুজন মিয়া।

তারা বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে সানোয়ার হোসেন গভীর নলকুপটি পরিচালনা করে আসছেন। এতে ইশ্বানিত হয়ে গ্রামের কিছু কৃষক তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে মানববন্ধন করেন ১৯ মে। সানোয়ার কোন অনিয়ম করেননি এমন দাবি তাদের।

এ ব্যাপারে ম্যানেজার সানোয়ার হোসেন বলেন, আমি কোন দূনীতি অনিয়ম করিনা। এতে করে তারা সুবিধা পাচ্ছে না। তারা আমার কাছে সুবিধা চান। আমি না দেয়ায় গেল ১৯ মে তারা আমার বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেন।

তিনি বলেন, ওইদিন যারা মানব বন্ধনে অংশ গ্রহন করেছিলেন তারা কেউ আমার ডিপের চাষি না। তাদের কে কিছু সুযোগ সন্ধানি মানুষ ডেকে নিয়ে গিয়ে এ মানব বন্ধন করেছেন। এর প্রতিবাদে আজকের প্রতিবাদ সভা করা হয়।

তিনি আরো বলেন,আমি যদি কোন অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকি,তাহলে আমার বিরুদ্ধে তদন্ত হক। তদন্ত আমি দোষী হলে, যে শাস্তি হয় আমি মাথা পেতে মেনে নিবো। আর যদি আমার কোন দোষ না পাওয়া যায়, তাহলে দোষীদের খুজে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান সানোয়ার হোসেন।